দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...10 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৮...

শান্তিতে নোবেল পেল তিউনিসিয়ার চার সংগঠন

◻ ইত্তেফাক ডেস্ক

এ বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হয়েছে তিউনিসিয়ার চারটি সংগঠনকে যারা দেশটিকে গণতন্ত্রে উত্তরণে সহায়তা করেছে। এই চার সংগঠনের পুরস্কার পাওয়ায় স্বাগত জানিয়েছে জাতিসংঘ। খবর বিবিসি'র

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান এই পুরস্কার ঘোষণা করে বলেন, তিউনিসিয়ায় ২০১১ সালের বিপ্লবের পর সেখানে বহুমতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এই চারটি সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নরওয়ের নোবেল কমিটি এবছর শান্তি পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করেছিল মোট ২৭৩ ব্যক্তি এবং সংগঠনকে। এদের মধ্যে ছিলেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যান্জেলা মার্কেল এবং পোপ ফ্রান্সিস।

তিউনিসিয়ার পুরস্কার বিজয়ী চারটি সংগঠন হচ্ছে: তিউনিসিয়ান জেনারেল লেবার ইউনিয়ন, তিউনিসিয়ান কনফেডারেশন অব ইন্ডাস্ট্রি, ট্রেড এন্ড হ্যান্ডিক্র্যাফটস, তিউনিসিয়ান হিউম্যান রাইটস লীগ এবং তিউনিসিয়ান অর্ডার অব ল'ইয়ার্স। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

হৌচিন আব্বাসি

ওয়াইডেড বৌচামাউই

আবদেস্ সাত্তার বিন মুসা

ফাদেল মাহফৌদ

শান্তিতে নোবেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এরা চার সংগঠনে প্রধানদের ভূমিকাই ছিল সর্বাধিক। এরা হলেন তিউনিসিয়ান জেনারেল লেবার ইউনিয়নের মহাসচিব হৌচিন আব্বাসি, তিউনিসিয়ান কনফেডারেশন অব ইন্ডাস্ট্রি, ট্রেড এন্ড হ্যান্ডিক্র্যাফটসের ওয়াইডেড বৌচামাউই, তিউনিসিয়ান হিউম্যান রাইটস লীগের প্রেসিডেন্ট আবদেসসাত্তার বিন মুসা এবং তিউনিসিয়ান অর্ডার অব ল'ইয়ার্স এর ফাদেল মাহফৌদ। ২০১৩ সালে তিউনিসিয়ায় একের পর এক গুপ্ত হত্যা এবং ব্যাপক সামাজিক অসন্তোষের মুখে গণতন্ত্র যখন প্রায় ভেঙে যাচ্ছিল, তখন এই চারটি সংগঠন জোটবদ্ধ হয়।

নোবেল কমিটি বলছে, তিউনিসিয়া যখন প্রায় গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে, তখন এই চারটি সংগঠন শান্তিপূর্ণ পথে এক বিকল্প রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সূচনা করে। এর ফলেই কয়েক বছরের মধ্যে তিউনিসিয়ায় একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয় যেখানে সবার জন্য মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। নোবেল কমিটি আশা করছে এই পুরস্কার তিউনিসিয়ার গণতন্ত্রকে আরো সংহত করতে অবদান রাখবে।